79

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 DEC 1992
পৃষ্ঠা ২

## সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীরা উদ্বিগ্ন

# ভারতের সাধারণ কলেজেও ছাত্রছাত্রীরা পড়তে যাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : নিজ খরচে ভারতে পড়তে যাওয়ার হিড়িক শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রতিদিনই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এনওসি'র জন্য বহু আবেদনপত্র জমা পড়ছে। নামী–দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অজ্ঞাত–অখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বাংলাদেশের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পড়তে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ভারতে বাংলাদেশের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অধ্যয়নরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত। বাকী ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। এসব ছাত্রছাত্রী কোন বৃত্তি নিয়ে নয়, অভিভাবকের খরচেই ভারতে পড়তে গেছে। এদের সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে। ১৯৯১ সালে যেখানে বাংলাদেশ থেকে ৩৩০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এনওসি নিয়ে ভারতে যায়, সেখানে এ বছরের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী ভারতে গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা গতকাল এই প্রতিনিধিকে জানান, ভারতে পড়তে যাওয়ার জন্য প্রায় প্রতিদিনই মন্ত্রণালয়ে এনওসি'র জন্য ৩০/৪০ টি আবেদনপত্র জমা পড়ছে। অনেক সময় আবেদনপত্রের স্তূপ জমে উঠছে।

নিয়ম অনুসারে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ

(আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## • ভারতের সাধারণ কলেজেও ছাত্রছাত্রীরা পড়তে যাচ্ছে

( প্রথম পাতার পর )

শিক্ষার জন্য ভারতে গেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এনওসি নিতে হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, শুধু কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নয়, এমনকি স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার জন্য অনেক বাবা–মা তাদের সন্তানদের ভারতে পাঠাচ্ছেন। দার্জিলিংসহ বিভিন্ন মিশনারী স্কুলগুলোতে এসব ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। এদের শিক্ষার পেছনে প্রতিবছর অভিভাবকদের মোটা অংকের টাকা খরচ হচ্ছে। সাধারণত সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা ভারতে নিজ খরচে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ভারতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশের একজন শিক্ষার্থীর বছরে নীচে ১২ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২৪ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় এ টাকা পাঠানো হয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান। ভারতে অধ্যয়নরত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ব্যয়ভার বহন করতে প্রতিবছর দেশের বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে। একটি সূত্রে জানা যায়, বৃত্তি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এনওসি ছাড়া যে সকল ছাত্রছাত্রী ভারতে স্কুল পর্যায়ে পড়াশোনা করছে তাদের জন্য অবৈধ পন্থায় মুদ্রা বিনিময় চলছে। জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে ভারতে লেখাপড়ার জন্য বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সংখ্যা ৭৪টি। এ বৃত্তির অধীনে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে মাত্র ৭৪ জন শিক্ষার্থীর পাশাপাশি প্রতি বছর শত শত শিক্ষার্থী নিজ খরচে ভারতে পড়তে যাচ্ছে। এসব ছাত্রছাত্রী অধিকাংশই দেরাদুন, নাগপুর, আলীগড়, কেরালা ও দিল্লীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। ১৯৮৩–৮৪ সাল থেকে ভারতে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায় যে, ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। এমনকি উড়িষ্যার নিতান্ত সাধারণ কলেজে পড়তে যাওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এনওসির আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট, সন্ত্রাস ইত্যাদি কারণের উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় সেশন জট থাকলেও কলেজ বা স্কুল পর্যায়ে কোন সেশন জট নেই। কলেজ বা স্কুলে সন্ত্রাসের ঘটনাও একেবারেই কম। তবু এক শ্রেণীর অভিভাক তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য ভারতে পাঠাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এনওসি নিয়ে বিদেশে পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতের পর সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এদের সংখ্যা চার হাজার। অন্যান্য দেশে নামমাত্র শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। যেমন লিবিয়া, পাকিস্তান, মিসর এবং আফ্রিকার কোন কোন দেশে গড়ে ৪০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

বাংলাদেশের যেসব শিক্ষার্থী ভারতে পড়াশোনা করে তাদের অনেকেই স্বদেশে না ফিরে ইউরোপ অথবা আমেরিকায় পাড়ি জমায়। দীর্ঘদিন ভারতে অবস্থানের ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সেদেশের সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়তে পাড়ে বলে পর্যবেক্ষকমহল আশংকা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে সম্প্রতি বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে হাজার হাজার বাংলাদেশী শিক্ষার্থী বিভিন্ন শহরে আটকা পড়ে। শুধুমাত্র আলীগড়েই আটকে পড়ে প্রায় আটশ শিক্ষার্থী। সন্তানদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাদের অভিভাবকরা উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার মধ্যে পড়েন। প্রথম দিকে অভিভাবকরা সন্তানদের কোন খোঁজ–খবরই পাচ্ছিলেন না। অনেক অভিভাবক সন্তানদের খোঁজ নিতে ছুটে যান। অনেকেই সন্তানদের দেশে নিয়ে আসেন। কয়েকজন অভিভাবক জানান, ভারতে মাঝে–মধ্যেই যেভাবে দাঙ্গা সংঘটিত হয় তাতে করে তারা সন্তানদের সেখানে আবার পাঠানোর ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। দাঙ্গার ঘটনায় তারা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমত উদ্বেগ বোধ করছেন বলে জানান।